স্বাস্থ্য আন্দোলন

বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রত্যাশা

স্বাস্থ্য অধিকার রক্ষায় আন্দোলনের কার্যকর সংগঠনগুলোর বিগত বিভিন্ন সভা, কর্মশালা, সেমিনার, গোলটেবিল বৈঠক হতে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহের সংকলন।

ক. সংবিধান বিষয়সমূহ

১. জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও উন্নয়ন বিষয়সমূহকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার হিসেবে সম্পৃক্ত করতে হবে;
২. আলমা আতার ঘোষণা অনুযায়ী 'রাষ্ট্রের কাছ থেকে নাগরিক মানসম্পন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাসমূহ পাইবার অধিকার হবে;
৩. 'প্রতিটি নাগরিকের ক্ষুধামুক্ত থাকার জন্য নূন্যতম প্রয়োজনীয় ভেজাল, বিষমুক্ত ও নিরাপদ খাদ্য, পানি পাইবার অধিকার থাকবে;
৪. স্বাস্থ্য ও পরিবেশের সাথে সাংঘর্ষিক যে কোন নীতি বাতিল বলিয়া গণ্য হবে;

খ. জনস্বাস্থ্য নীতি ও মন্ত্রণালয়

১. বাংলাদেশের জন্য একটি জনস্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন;
২. রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা। রোগ প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যক্রম ও পরিকল্পনা গ্রহণ;
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করে জনস্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় করা;
৪. স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে আন্ত:মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সমন্বিত করা;
৫. রাষ্ট্রীয় বাজেটে জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থার জন্য বরাদ্ধ বৃদ্ধি;

গ. সরকার পরিচালিত রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য সেবা

১. স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য বিষয়ক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রনয়ন, বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষনে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা পরিষদ ও সিটি কর্পোরেশনগুলোর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা;
২. এলাকা ভিত্তিক বাজেটে প্রণয়নের ব্যবস্থা করা;
৩. নারী, প্রবীন ও শিশু সংবেদনশীল পরিকল্পনা, অবকাঠামো ও বাজেট প্রণয়ন;
৪. রাষ্টীয় সেবা প্রতিষ্ঠানে রোগ প্রতিরোধে পরামর্শ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
৫. স্বাস্থ্যখাতে সততা ও অবদানের স্বীকৃতি প্রদান;
৬. স্থানীয় পর্যায়ে প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার পরিধি বিস্তৃতি করা এবং গুণগত মান উন্নয়ন করা;
৭. সরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয়হীনতা দূর করে পর্যাপ্ত পরিমাণ ডাক্তার, নার্স, পরীক্ষা সুবিধা বৃদ্ধি করে চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন করা। এক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়।
৮. প্রতিটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ রাখা;

ঘ. অর্থায়ন

১. ধনীদের কাছ থেকে করের মাধ্যমে অধিক অর্থ আদায় এবং দরিদ্রদের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা;
২. সামরিক খাতের ব্যায় বনাম বঞ্চিত স্বাস্থ্য খাতের ব্যবধান হ্রাস করা
৩. রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য ইন্সুরেন্স ব্যবস্থা প্রর্বতন করা।
৪. প্রতিটি নাগরিকের স্বাস্থ্য কার্ড নিশ্চিত করা।

ঙ. ব্যবস্থাপনা

১. স্বাস্থ্য অবকাঠামো, জনবল এবং স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দকৃত সম্পদ এর সুশাসন ও ব্যবহারে যথাযথ স্বচ্ছতা ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
২. স্বাস্থ্য সেবা বিভিন্ন স্তরে রেফারেল পদ্ধতি রাখা;
৩. রোগী ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
৪. রোগী ও রোগ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করা।
৫. ওষুধের তালিকা এবং ডাক্তারের তালিকা হাসপাতালে টাঙ্গানো।
৬. স্বাস্থ্য সেবার আওতায় পরিবার পরিকল্পনা ব্যবস্থা নিয়ে আসা।
৭. পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের স্বাস্থ্য সেবায় সম্পৃক্ত করা।
৮. প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও প্রাথমিক সেবা প্রদানকারীর ক্ষেত্রে স্থানীয় অধিবাসীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৯. এলাকার সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থ বরাদ্দ দেয়ার নিয়ম চালু করা।
১০. স্বাস্থ্য খাতে ধনী-দরিদ্র এবং গ্রাম-শহর বৈষম্য হ্রাস করার সরকারের কৌশল গ্রহণ।
১১. সরকারী স্বাস্থ্যখাতের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নোতি বাণিজ্য বন্ধে পদক্ষেপ।
১২. ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পর্যায়ের সকল হাসপাতালে প্রয়োজনীয় ওষুধসহ চিকিৎসা সমরঞ্জামাদি সরবরাহ নিশ্চিত করা;
১৩. কর্মস্থলে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যসেবাদানকারীদের উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ।
১৪. সরকারী চিকিৎসকের নন-প্র্যাক্টিসিং ভাতা প্রদান করা।
১৫. নিয়ন্ত্রণহীন এ্যাম্বুলেন্স ব্যবসা বন্ধ করে এ্যাম্বুলেন্সের গুণগত মান নিশ্চিত ও সেবা খরচ নিয়ন্ত্রণ করা। সেই লক্ষে এ্যাম্বুলেন্সের পৃথক রেজিস্ট্রেশন প্রথা এবং চালকের প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা সম্বলিত পৃথক ড্রাইভিং লাইসে্ন্স প্রথা চালু করতে হবে।
১৬. প্রতিটি হাসপাতালে সরকারী মূল্যে ওষুধ বিপননের ব্যবস্থা রাখা।
১৭. প্রতিটি হাসপাতাল/ক্লিনিক/মেডিকেল কলেজ বা যে কোন ধরণের স্বাস্থ্য সেবা প্রতিষ্ঠান তাদের কাছ থেকে নির্গত বা উৎপাদিত বর্জ্য, ব্যবহৃত বর্জ্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অপসারণ করতে সক্ষম, করতে বাধ্য বা অপসারণে চুক্তিবদ্ধ থাকতে হবে।

চ. শিক্ষা ও জনস্বাস্থ্য

১. শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক পর্যায় থেকেই পাঠ্যসূচীতে জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্বসহকারে অর্ন্তভ'ক্ত করা।
২. প্রতিটি শিশু যাতে ধারাবাহিকভাবে জীবনমূখী প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা লাভ করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে;
৩. "চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থায়" জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে অধিকতর গুরুত্ব সহকারে পাঠ্যসূচীতে অন্তুর্ভূক্ত করতে হবে।
৪. প্রাথমিক শিক্ষকদের ফাস্ট এইড ট্রেনিং দেয়া যাতে স্কুলে শিশুদের শিক্ষা দিতে পারে।
৫. পরিবার থেকেই প্রাথমিক চিকিৎসা জ্ঞান শিশুদের দিতে হবে। বাচ্চাদের টিফিনের ক্ষেত্রে স্কুলে ফাস্টফুড দেয়া বন্ধ
৬. করা। শিশুদের নিরাপদ খাদ্য সম্পর্কে জানানো।

ছ. স্বাস্থ্য শিক্ষা ও বিএমডিসি

১. রাষ্ট্র নিয়োগকৃত ডাক্তার, ডেন্টিস্ট, নার্স, প্যারামেডিক, মেডিকেল টেকনোলজিষ্টসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবাদানকারীদের মোট চাকরী জীবনের মধ্যে ৫ বৎসর ইউনয়িন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রে চাকরী বাধ্যতামূলক করা এবং যারা ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে সঠিকভাবে দ্বায়িত্ব পালন করবে তাদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা থাকা।
২. চিকিৎসকদের রোগ প্রতিরোধে কাজ করতে উৎসাহী করা।
৩. স্বাস্থ্যসেবাদানে পেশাগতভাবে যোগ্য ও প্রশিক্ষিতদের দ্বারা স্বাস্থ্যসেবার নেবার হার বাড়ানোর কার্যকর কৌশল গ্রহণ।
৪. স্বাস্থ্যখাতে ক্রয়-দূর্নীতি, চিকিৎসা-যন্ত্রপাতি ও ওষুধের অপব্যবহার বন্ধে সরকার কি পদক্ষেপ নিবে।
৫. দক্ষ, যোগ্য ও যথাযোগ্য ডিগ্রীধারী চিকিৎসকদের অনৈতিক চিকিৎসা ব্যবসা ও চিকিৎসায় অবহেলা।
৬. ডাক্তারী ভুল চিকিৎসা, অবহেলায় মৃত্যু বা ক্ষতি হলে ডাক্তার, হাসপাতাল, ওষুধ কোম্পানীর শাস্তি ও ক্ষতির শিকার ব্যাক্তিকে ক্ষতিপুরনের বিধান রাখা।
৭. প্রাইভেট প্র্যাকটিস বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা।
৮. প্রাইভেট প্যাকটিসের ক্ষেত্রে ডাক্তারদের ফি নির্ধারিত করার বিষয়ে সরকারী পদক্ষেপ।
৯. ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসের সময় নিয়ন্ত্রণ।
১০. চিকিৎসাপত্র অডিট করার ব্যবস্থা করানো এবং প্রয়োজন মান উন্নয়নে চিকিৎসকের উদ্ধুদ্ধ করা।
১১. বিদেশী টেকনোলজি দ্বার চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে এদেশের অনুমোদন।
১২. স্থানীয় পর্যায়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকের প্রাধান্য।
১৩. যে কোন চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহনের বাংলাদেশে প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিএমডিসির অনুমোদন ব্যাধ্যতামূলক করা।

জ. মেডিক্যাল কলেজ (প্রাইভেট)

১. বেসরকারী হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার কঠোর নীতিমালা।
২. বেসরকারী হাসপাতালের শিক্ষা কার্যক্রম করা।
৩. বেসরকারী হাসপাতালগুলোতে বিনা পয়সায় মেডিক্যাল সার্ভিস উৎসাতি করা।
৪. বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার মান বৃদ্ধি করা।
৫. বেসরকারী মেডিকেল কলেজে ভর্তি বানিজ্য লাগাম টেনে ধরার কৌশল নিশ্চিত করা।
৬. বেসরকারী মেডিক্যাল শিক্ষাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনতে হবে।

ঝ. রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা

১. স্বাস্থ্য উন্নয়নের মূল কৌশল হবে রোগ হবার আগেই তা প্রতিরোধমূলক।
২. প্রযুক্তি অনুমোদনের পূর্বে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ঝুঁকি আছে কিনা তা যাচাই করে অনুমোদন করা;
৩. আমদানিকৃত কোন উপকরণ বা খাদ্য আমদানীর পূর্বে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের ঝুঁকি নিরুপন করা;
৪. মানুষকে স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য গ্রহনের বিষয়ে উৎসাহী করতে পদক্ষেপ গ্রহণ;
৫. হৃদরোগ, ক্যান্সার, স্ট্রোক জাতীয় রোগ নিয়ন্ত্রণে তামাক নিয়ন্ত্রণ, ফাস্টফুড জাঙ্কফুড নিয়ন্ত্রণ, হাটা ও ব্যায়ামের জন্য অবকাঠামোর তৈরির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;
৬. খাদ্যে ভেজাল ও কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ কার্যকর আইন ও আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করা;
৭. অকাল মৃত্যু, জখম ও প্রতিবন্ধীদের হবার হার হ্রাস করতে রাস্তার ঘাতকদের প্রতিহত করা ও সড়ক দূর্ঘটনা কমানোর কৌশল গ্রহণ;
৮. খেলাধূলার পরিবেশ নিশ্চিত করা।
৯. স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর খাদ্য প্রচারণা বা প্রলুব্ধকরণ বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

ঞ. সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ

১. পশু-পাখি থেকে মানুষের মাঝে রোগের সংক্রমন বন্ধে কার্যকর কৌশল নেওয়া;
২. বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় দক্ষ ও সক্ষমতা বাড়িয়ে স্বাস্থ্যঝূকিঁ ও রোগ বিস্তার কমানোর জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আইনী কাঠামো ও বিধিমালা প্রনয়ন ও এ সর্ম্পকিত মানুষের পরিবর্তনে স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসারে উদ্যোগ।
৩. পরিবেশ দুষণের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য ক্ষতি রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ।
৪. নিরাপদ পানীয় জল ও পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

ট. অ-সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ

১. বাংলাদেশে ছয়টি অ-সংক্রামক রোগ, ডায়বেটিস, কার্ডিওভাস্কুলার রোগ বা হৃদরোগ, হাইপারটেনসন, স্ট্রোক, শ্বাস কষ্ট ও ক্যান্সার দিনে দিনে বাড়ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ জীবনযাপনের অনিয়ম ও ধূমপান। এ তামাক নিয়ন্ত্রণসহ এই রোগের কারণ নির্দিষ্ট করে ব্যবস্থা নিতে হবে।
২. ক্যান্সারের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। এর প্রতিরোধের জন্যে ব্যবস্থা নিতে হবে।
৩. ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের সুলভ মূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠ. নারী স্বাস্থ্য

১. সকল বয়সের ও সকল ধরণের রোগের জন্য নারীদের স্বাস্থ্য সেবার ব্যাবস্থা ইউনিয়ন থেকে শুরু করে জেলা পর্যন্ত করা।
২. নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য ও মাতৃস্বাস্থ্য ব্যবস্থা সকল পর্যায়ে সহজ লভ্য করা।
৩. উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে নারী চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা। নারী চিকিৎসকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

ড. মা ও শিশু স্বাস্থ্য

১. কোন মা যেন সন্তান জন্মদান সংক্রান্ত জটিলতায় চিকিৎসা-সেবার অভাবে মারা না যায় তার নিশ্চয়তা দেয়া।
২. শিশুদের জন্মের পর থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত সকল প্রকার সেবা নিশ্চিত করে শিশু মৃত্যুর হার রোধ করা।
৩. মায়েদের চিকিৎসায় বেসরকারী হাসপাতালে অপ্রয়োজনীয় সিজারিয়ান বাণিজ্য বন্ধ করা।

ঢ. শ্রমিক স্বাস্থ্য

১. কারখানার শ্রমিকের স্বাস্থ্যের রক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।
২. শ্রমিক স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপুর্ণ কারখানা, যেমন বিড়ি কারখানা, চামড়া শিল্প, জাহাজভাঙ্গা ইত্যাদীর ওপর স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নজরদারী থাকা।
৩. সকল শ্রমিকের স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা কারখানায় পর্যাপ্ত রাখা।
৪. গার্মেন্ট কারখানায় আগুন, ভবন ধস ইত্যাদী ঘটনায় আহত শ্রমিকের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকার এবং মালিক উভয়কে নিতে হবে।

ণ. কৃষি ও পরিবেশ সংক্রান্ত স্বাস্থ্য ঝুঁকি

১. কৃষিতে কীটনাশকের অবাধ ও নির্বিচার ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
২. পানিতে আর্সেনিকের কারণে রোগ হচ্ছে। সেচের জন্যে গভীর নলকূপের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
৩. জিএম খাদ্য ফসল প্রবর্তনের আগে স্বাস্থ্য নিরাপত্তার নিশ্চিত করা।
৪. কারখানার বর্জ্য দিয়ে নদী দুষণের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া।
৫. শব্দ দুষণের কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ত. মানসিক স্বাস্থ্য

১. নগরে সামাজিকীকরণ লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
২. রাজনৈতিক সহিংসতায় সাধারণ মানুষদের গাড়িসহ পুড়িয়ে মারা, আগুন দেয়া, বোমা মারা, নির্বিচারে গুলি করে মারা, রাস্তায় আন্দোলন দমনে নৃশংসতা বন্ধে ও জনগণকে সুরক্ষা দেয়া।
৩. মিডিয়া ইন্ডাষ্ট্রি বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষিতে মানসিক ও শারিরীক স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরন।
৪. বিজ্ঞাপন নীতিমালায় স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টি নিশ্চিত করা।
৫. বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রতারনা করছে কোম্পানিগুলো যার ফলে মানসিক স্বাস্থ্য ব্যহত হচ্ছে।

থ. বিশেষ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা

১. প্রবীণদের রাষ্ট্রীয় চিকিৎসা নিশ্চিত করা।
২. নৃতাত্তিক জনগোষ্ঠী, চা-শ্রমিক, গামেন্ট শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।
৩. নারীদের সার্বিক স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ করে মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সকল পর্যায়ে ব্যবস্থা থাকতে হবে পোষাক শিল্প শ্রমিকসহ সকল শ্রমিকের মৃত্যু ঝূঁকিহ্রাস ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য মালিক ও সরকারের বিশেষ তহবিল রাখা।
৪. শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশুদের সুস্থ্যভাবে গড়ে ওঠার পরিবেশ প্রদানের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সকল পর্যায়ে নিশ্চিত করা।
৫. পুরুষ ডাক্তারের পাশাপাশি মহিলা ডাক্তার নিয়োগ।
৬. চর ও প্রত্যন্ত এলাকার স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা।
৭. রোগীকে গুরুত্ব দিয়ে ভালভাবে দেখে প্রেসক্রিপশন দেয়া নিশ্চিত করা।
৮. গুণগত চিকিৎসা সেবা প্রত্যন্ত এলাকায় পৌছে দেয়ার জন্য সরকার গৃহীত ডিজিটাল পদ্ধতি আরও দ্রুত প্রসারিত করা।

দ. ঐতিহ্য ও প্রথাগত চিকিৎসা

১. জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষায় দেশীয় ঐতিহ্যবাহী প্রথাগত চিকিৎসা ব্যবস্থা কাজে লাগানোর কৌশল নির্ধারণ;
২. হোমিওপ্যাথি আর্য়ুবেদিক ও ইউনানীকে প্রসারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
৩. প্রতিটি হাসপাতালে হোমিওপ্যাথি আর্য়ুবেদিক ও ইউনানী চিকিৎসক নিশ্চিত করা।
৪. প্রথাগত চিকিৎসার বিষয়ে জনগনকে সচেতন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

ধ. ওষুধনীতি ও বাজারজাতকরণ

১. ওষুধের বাজারে হাজার নামের ওষুধের পরিবর্তে, শুধু প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকা করা মাত্র ২২০ টি জেনেরিক নামে অত্যাবশকীয় ওষুধ প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;
২. ব্র্যান্ড নামে নয়, ওষুধ চাই জেনেরিক নামে ওষুধ বাজারজাত করা;
৩. ওষুধের মান ও দাম নিয়ন্ত্রণে ওষুধ প্রশাসনকে ক্ষমতাশালী, দূনীতিমুক্ত ও গতিশীল করার কৌশল নির্ধারণ;
৪. ভেজাল ও নকল ওষুধের অবাধ বানিজ্য-এর কারণে অপমৃত্যু ঠেকাতে ও বিচারে সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ;
৫. এন্টিবায়োটিকসহ সকল ওষুধের অযৌক্তিক ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ও বানিজ্য বৃদ্ধি বন্ধে কৌশল ঠিক করা;
৬. সন্ত্রাসী ও বিবেক বর্জিত স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের হাতে জিম্মি হওয়া ভেজাল ও নকল ওষুধের উৎপাদন ও পাইকারী বাজারকে মুক্ত করা;
৭. ওষুধের মূল্য ও মান নিয়ন্ত্রণ করা;
৮. ওষুধ বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে কোম্পানি কর্তৃক চিকিৎসকদের উপকরণ বা উপঢৌকন নিষিদ্ধ করা;
৯. সরকার পরিচালিত রাষ্ট্রায়ত ওষুধ কোম্পানীকে আরো শক্তিশালী করা।
১০. ওষুধের ক্রমবর্ধমান বানিজ্য এবং ওষুধের অযৌক্তিক ব্যবহারের মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি রোধে সরকারের কি ব্যবস্থা।
১১. দরিদ্র মানুষের জন্য অত্যাবশকীয় ওষুধের সরবরাহ সহজলভ্য করার কৌশল ঠিক করতে হবে।
১২. ওষুধ বাজারজাতকরণে ঘুষ ও কমিশন বানিজ্য বন্ধে সরকারী পদক্ষেপ প্রয়োজন।
১৩. ওষুধের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ প্রহণ এবং যে সরকারি আদেশের মাধ্যমে ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণহীণ হয়েছে সেই সরকারি আদেশ প্রত্যাহার করে সরকারিভাবে দাম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পুণ:বহাল করা।

ন. বেসরকারী চিকিৎসা ব্যবস্থা

১. প্রাইভেট হাসপাতালগুলো লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে কঠোরতা অবলম্বন করা।
২. প্রাইভেট হাসপাতাল প্র্যাকটিসিয়ানদের সিভিল সার্জনের আওতায় নিয়ে আসা।
৩. অনুমোদনহীন ব্লাড ব্যাংকগুলোর অপতৎপরতা এবং রক্তবাহিত রোগের লাগামহীন বিস্তার।
৪. ডাক্তারের ফি, মেডিকেল টেষ্ট, অপারেশন ফি, কেবিন ভাড়া, আইসিইউ ভাড়া এসবের হার মুনাফা বিবেচনায় নয় সংখ্যাগরিষ্ট দরিদ্র মানুষের সামর্থের কথা বিবেচনায় ঠিক করতে হবে।
৫. মৃতদেহ বা বিল পরিশোধে অক্ষম রোগী আটকিয়ে টাকা আদায় থেকে দরিদ্রদের রক্ষায় কি করা
৬. নামসর্বস্ব, অনুমোদনহীন ও সরকারী নিয়ম মেনে না চলা ডায়াগনষ্টিক ল্যাব, নার্সিংহোম ও ক্লিনিকগুলোর অবাধ স্বাস্থ্যসেবা বানিজ্য নিয়ন্ত্রন ও কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা।
৭. বেসরকারী হাসপাতালের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
৮. বেসরকারী হাসপাতালে রাষ্ট্রীয় ভতুর্কী/সহযোগীতা সীমিত করা।
৯. চিকিৎসা গ্রহীতাদের হয়রানী বন্ধ করা।
১০. ফ্রি চিকিৎসার কোটা বৃদ্ধি করা ও নিশ্চিত করা।
১১. প্রাইভেট হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থার চার্জ নির্ধারন করা।
১২. প্রাইভেট হাসপাতালে ভুল চিকিৎসার জন্য জবাবদিহিতা ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা।
১৩. বেসরকারী হাসপাতাল ও ডায়াগনষ্টিক সেন্টার এর লাইসেন্স দেয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা নিরূপন করা।
১৪. ১৯৮৩ সালের আইনের উন্নয়ন করা।
১৫. প্রাইভেট হাসপাতালের অডিটের ব্যবস্থা করা।
১৬. সরকারী হাসপাতালের ডাক্তাররা বেসরকারী হাসপাতালে ক্ষেত্রে পদবী ব্যবহার করতে পারবেনা।
১৭. বেসরকারী হাসপাতালগুলোর জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা।
১৮. বেসরকারী হাসপাতাল এর বিজ্ঞাপন ক্ষেত্রে একটি নীতিমালায় নিয়ে আসা।
১৯. বেসরকারী হাসপাতালে ইমার্জেন্সি সেবা দিতে বাধ্য করা।

প. প্যাথলজি / টেষ্ট

১. সরকারী হাসপাতালগুলোর প্যাথলজি/টেষ্ট এর ব্যবস্থা উন্নয়ন
২. বেসরকারী প্যাথলজি সেন্টারগুলোর দালালচক্র এবং অনৈতিক কার্যক্রমের বন্ধ করা।
৩. প্যাথলজি ক্লিনিকের টেষ্ট যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসা।
৪. ডাক্তারদের প্যাথলজি টেষ্ট বানিজ্য বন্ধ করা।
৫. বেসরকারী প্যাথলজি করের আওতায় আনা
৬. বেসরকারী প্যাথলজিগুলোর কাজের মান অডিট করানো
৭. প্যাথলজি টেষ্টের প্রতিবেদন সংখ্যার মান নির্দিষ্ট করা।

ফ. অপচিকিৎসা

১. দালাল চক্রের হাসপাতালে সন্ত্রাস, শোষণ ও ভুয়া চিকিৎসা এবং রোগী কেনা-বেচার বানিজ্য।
২. অপচিকিৎসা, চিকিৎসা নিয়ে প্রতারনা, হাতুড়ে ও ভূয়া চিকিৎসা, ওঝাঁ-বৈদ্য-ফকিরদের ঝাড়ফুক ও ভুত তাড়ানো সহ স্বাস্থ্য নিয়ে সকল অপচর্চা বন্ধে কঠোর আই প্রনয়ন ও তার প্রয়োগ কৌশল ঠিক করা।
৩. কিডনি-লিভার ক্রয়-বিক্রয় বানিজ্যঃ মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবসা বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

(বিঃ দ্রঃ - তবে এ ছাড়াও আরও অনেক বিষয় আছে, যা পরবর্তীতে দেয়া হবে।)

তথ্যসূত্রঃ স্বাস্থ্য আন্দোলন, বাংলাদেশ হেলথ এসোসিয়েশন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট, পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন, নারীপক্ষ, জাতীয় স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলন, উবিনীগ, পিএসটিসি।